দৈনিক খবর

10

তারিখ ... 09 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১৩

পাঠ্য পুস্তক, সৃজনশীল বই এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

আব্দুল কাদির

পৃথিবী এখন অনেক ছোট হয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের বদৌলতে গ্রহ, নক্ষত্রও খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। ঘরে বসে এখন গোটা পৃথিবীর খবর নেয়া যায়। বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে মুহূর্তে তা টিভি পর্দায় ভেসে ওঠে। স্বচক্ষে দেখা যায়। এ সবই সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা এবং উন্নত প্রযুক্তির কারণে।

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'– মানব মনের চিরন্তন অভিব্যক্তি। প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। পৃথিবীর রূপ সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করে। মানব মনের অভিব্যক্তি চূড়ান্ত রূপদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন শাখায় কাজ করে যাচ্ছেন নিরন্তর। তবে সব কিছুর মূলে রয়েছে শিক্ষা। সে শিক্ষার্থীদের এখন নজিরবিহীন দুরবস্থা আমাদের দেশে। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে এখন বই-পুস্তকের পাশাপাশি দেশী-বিদেশী অস্ত্রের মহড়াও চলে। রাষ্ট্রের ভবিষ্যত কর্ণধারদের হাতে দেশ, দশ, সমাজ এবং সহপাঠী বন্ধুটিও নিরাপদ নয়।

যাক, আমার প্রসঙ্গ এদিকে নয়। স্কুল-কলেজে যে সকল বইপত্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঠ্য করা হয় তার প্রকাশক, বিক্রেতা এবং ক্রেতা প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, ভাবনা নিয়ে আজকের এ লেখা।

বছর কয়েক আগে একবার বগুড়া গিয়েছিলাম। সেখানে উডবার্ন হলে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের একটা সভা ছিল। এটি ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী সভা। পুস্তক সমিতির বর্তমান সংগঠনের পরিবর্তে নতুন একটা সংগঠন দাঁড় করানো ছিলো ঐ সভার উদ্দেশ্য। বরিশাল, চিটাগাং, ময়মনসিংহ, ঢাকা, সিলেটসহ প্রায় সব এলাকা থেকেই সমিতির লোকজন এসেছেন। সভা শুরু হয়েছে সকাল ১০টায়। সেখানে গিয়ে পৌছুলাম ১২টার পরে। তখন মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন উত্তরাঞ্চল বৈষম্য প্রতিরোধ কমিটির আহবায়ক পরিচয়ের জনৈক ব্যক্তি। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত জোরালো। নদীর ওপারের দ্বারা (ঢাকা, চিটাগাং) শোষিত হচ্ছে দেশের উত্তরাঞ্চল, যেমনটি হয়েছে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ২৪ বছরে। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করেছে। শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সংগ্রাম স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেয়।

উত্তরাঞ্চলের সমগ্র এলাকা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু ওপারের স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ী, কমিশন এজেন্টদের কারণে সাকুল্যে প্রকল্প বন্ধ হয়ে আছে। এর সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র কাজ করে যাচ্ছে। চাকরি-বাকরিতেও নোয়াখালী, চিটাগাং, কুমিল্লা ও সিলেটীদের একচেটিয়া প্রাধান্য। আরও অনেক কিছু তিনি বললেন। বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছিল এখান থেকেই বুঝি ভাগ-বিভক্তির আন্দোলন শুরু হতে যাচ্ছে। ভদ্রলোক শেষে পুস্তক ব্যবসায়ীদের শোষিত অংশকে (তার ভাষায়) পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার পরামর্শ দেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক একটা দৈনিকের সম্পাদক। তিনিও পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার হিতোপদেশ দিলেন। বক্তাদ্বয়ের বক্তব্যের সাথে আমি পুরোপুরি একমত হতে পারিনি। সভাকক্ষে যখন মুহুর্মুহুঃ করতালি পড়ছিলো, তখন বেশ আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। দেশে কোন সংগঠনই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। হতে পারে না। কর্মকর্তা, সদস্যরা আন্তরিক হতে পারেন না। ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তার উর্ধ্বে ওঠার নজির খুব কম। সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য আমাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ব্যক্তিগতভাবে আমিও ঐ সংগঠনের একজন সদস্য। তবে সমিতির ব্যাপারে কখনও সক্রিয় হতে পারিনি। বিচ্ছিন্নভাবে শুনেছি, প্রকাশকরা বিক্রেতা সদস্যদের বিভিন্ন কায়দায়, কৌশলে শোষণ করেন। বোর্ড বই ছাপানোর কোটা অনুমোদন প্রকাশকদের ভাগ্যে জোটে। তাদের লাভ ঠিকই ঘরে ওঠে। বিক্রেতা সদস্য, রিটেইল সেলারগণ যে কমিশন পাবার কথা, শিক্ষা বর্ষ শুরু হওয়ার পর, সীজন টাইমে তা আর পাওয়া যায় না। কখনো কখনো গায়ের দামে, ৫, ৬, ৭ ভাগ কমিশনে সাকুল্যে বোর্ড বই বা গুরুত্বপূর্ণ আইটেমসমূহ সংগ্রহ করতে হয় বিক্রেতাগণকে। ঐ সব বই কাউন্টার পর্যন্ত নিয়ে যাবার পর দেশব্যাপী গরীব সেলারগণ বড্ড বিপাকে পড়েন। তারা না পারেন গায়ের দামের বেশী ক্রেতা সাধারণের কাছে আদায় করতে, না পারেন লাভ করতে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন। সমস্যা আরও আছে। প্রকাশক সমিতির সদস্যগণ যে সকল গ্রামার ব্যাকরণ বই প্রকাশ করেন তার দাম (লিখিত মূল্য) রাখা হয় অত্যধিক। প্রকাশকদের বক্তব্য হচ্ছে, এসব বইয়ের জন্য লেখককে রয়্যালিটি দিতে হয়। বই পাঠ্য করানোর জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুলসমূহে প্রতিটি বইয়ের ১ কপি করে সৌজন্য হিসাবে দিতে হয়। কিছু কিছু স্কুল মোটা অংকের ডোনেশনও দাবী করে। এ কারণেই বইয়ের দাম পড়ে যায় বেশী। যুক্তিটি বড় সুন্দর। বই পাঠ্য করাবেন প্রকাশক, তার জন্যও অতিরিক্ত কাফফারা দিতে হবে ক্রেতা-শিক্ষার্থীকে। সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য কি সমিতি কর্তৃক সত্যই বেঁধে দেয়া হয়? যদি তাই হয় সমিতি বই পাঠ্য করানোর পদক্ষেপ না নেয়ায় এবং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে না পারার ব্যর্থতার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন। সমিতিকে অবশ্যই ক্রেতা শিক্ষার্থী এবং বিক্রেতাদের কথা চিন্তা করতে হবে।

যে সকল প্রকাশক বই পাঠ্য করাবেন, প্রতিটি বইয়ের ১ কপি করে উপজেলা কমিটিকে দিবেন সৌজন্য হিসাবে। উপজেলা কমিটির কাছে সংরক্ষিত পুস্তক উপজেলা পর্যায়ের স্কুল শিক্ষকগণ দেখবেন এবং ভাল বই সিলেক্ট করে পাঠ্য করানো হলে হাজার হাজার কপি সৌজন্য এবং ডোনেশন দেয়ার সমস্যাটি মিটে যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতিও রাতারাতি বাস্তবায়িত হবে না। যে ঘুণে ধরেছে, তা সহজে ভাল হবে এ রকম বিশ্বাস করার যৌক্তিকতা নেই।

সৃজনশীল বইতেও নিয়ম-নীতি থাকা দরকার। প্রকাশক ও বিক্রেতারা দেশের প্রতিষ্ঠিত, স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিকদের বই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিবেন। নবীনেরা যেন মাঠে নামতে পারেন, তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ কথাতো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে জাতি যত বেশী ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন, সে জাতি তত বেশী অগ্রসর চিন্তা করতে পারে।

উডবার্ন হলে ঐ দিন বেলা ২টার দিকে সভার প্রথম পর্ব শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বে নতুন সংগঠন দাঁড় করানোর কথা উদ্যোক্তাদের। যথারীতি ৩টার দিকে সেখানে আবারও উপস্থিত হই। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল উদ্যোক্তারা সফল হতে পারবেন না। তাদের উদ্দেশ্য ভাল নয়। ঘাড়ের নাম গর্দান। ওরা পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পরিবর্তে পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতি গড়ে তুলতে চায়।

ঢাকার বাইরে, বিশেষতঃ বগুড়ার প্রকাশকগণ ঢাকার সঙ্গে ব্যবসায় পেরে উঠতে পারছেন না মনে করে এবং ব্যবসায় নিয়ম-শৃংখলা ফিরে এলে বেশ কিছু তথাকথিত প্রকাশক ঝরে পড়বেন– এ আশংকায় নতুন সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিক্রেতাদের এতে লাভ কী? বগুড়ার সংগঠন কি সব কিছু সামলাতে পারবে?

বিক্রেতাগণ যদি সচেতন হয়, সমিতিতে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সংহত করতে সক্ষম হন, সেটিই হবে লাভজনক। আর তা সম্ভব না হলে বিক্রেতা সমিতি আলাদাভাবে গড়ে উঠতে পারে। তবে সেখানে প্রকাশকদের রাখার, থাকার যৌক্তিকতা কোথায়? এ প্রসঙ্গে বিক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমিতির গঠনতন্ত্র আমূল পরিবর্তন করা যেতে পারে। প্রতিটি উপজেলায় বিক্রেতা সমিতি গড়ে উঠবে। জেলা পর্যায়ে (২/৩টি জেলা বা বৃহত্তর জেলা) প্রকাশক সমিতি গড়ে উঠবে। কেন্দ্রে বিক্রেতা সমিতি ও প্রকাশক সমিতি পৃথক পৃথক থাকবে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে যৌথ কমিটি বা যৌথ প্রতিনিধি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। বগুড়ার সভা সেদিন শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। উদ্যোক্তারা মোটা অংকের টাকা খরচ করেছিলেন। সেখানকার ক'জন প্রকাশক আমাকে বললেন, 'না আর পারা গেল না। সব মাঠে মারা গেল।' রাতে বেশ ক'জন তথাকথিত প্রকাশক (অবৈধ নোট বই প্রকাশক) আমার সঙ্গে কথা বলেন। তাদের একটাই ভয়। নোট বইসমূহ বৈধ করা না হলে এ ব্যবসায়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। দু'জন পুস্তক বিক্রেতা আমাকে বলেছেন, অবৈধ নোট বইগুলো দ্রুত_ বৈধভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ভাল সহায়ক বই বাজারে দেখা যাবে। শিক্ষা উপকরণসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে জনজীবনে নাভিশ্বাস নেমে এসেছে। এ অবস্থায় হাউজ টিউটর রেখে ক'জন অভিভাবক তার সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারবেন? পুস্তক বিক্রেতাদ্বয় বলেন, সমিতি তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যে সকল সিদ্ধান্ত, নীতিমালা গ্রহণ করেছে, তার কোনটিই বগুড়াসহ পার্শ্ববর্তী জেলা-উপজেলায় কার্যকরী হয়নি। সমিতিও রহস্যজনক কারণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রামের পর গত ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে ৩ জোটের মনোনীত রাষ্ট্রপতির অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পর বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়েছে। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকার পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনায়, বিক্রয়ে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এগিয়ে আসবেন এবং সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে এ বিষয়ে জড়িত সকল পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করবেন– এ প্রত্যাশা করা অমূলক নয়। প্রকাশকদের বক্তব্য, বিক্রেতাদের অভিযোগ এবং শিক্ষার্থী অভিভাবকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এর কোন দিকই অবহেলা, অবজ্ঞার বিষয় নয়। আগামী শিক্ষা বছর শুরু হওয়ার পূর্বে সহায়ক পুস্তক প্রকাশের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা, প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত সকল পাঠ্য পুস্তকের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ (অননুমোদিত বই যাতে পাঠ্য করতে সক্ষম না হয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), পুস্তক বিক্রেতাদের উপযুক্ত কমিশন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা, বই পাঠ্য করানোর নামে ডোনেশন গ্রহণকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান এবং সর্বোপরি পুস্তক ব্যবসায় বন্ধ্যা অবস্থা দূরকরণের অনুরোধ করছি। পাঠ্য পুস্তকসহ সকল বইপত্র শিক্ষার্থী, পাঠকের ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে গায়ের মূল্য নির্ধারিত হওয়া দরকার। বই যারা পড়ে, তারা লেখাপড়া জানে কম অথবা বেশী। মাছ-মাংসের মত দরদাম করে বই ক্রয়-বিক্রয় হবে, সচেতন কোন মানুষই তা ভাবতে পারেন না।